কালের কণ্ঠ

তারিখ 25 FEB 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবির হলে পুলিশি তল্লাশির প্রতিবাদে ভাঙচুর বিক্ষোভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

হলে অবস্থানরত বহিরাগত ধরতে পুলিশ নিয়ে হল তল্লাশির প্রতিবাদে ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলে ভাঙচুর চালিয়েছে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। এ
সময় হলের প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের কক্ষ এবং কয়েকটি ক্লোজ সার্কিট
ক্যামেরা ভাঙচুর করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে একপর্যায়ে হল ত্যাগ
করেন প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকরা। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটেছে।
শিক্ষার্থীরা জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সহায়তায় হলে বহিরাগত অবস্থান
করছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে গত মঙ্গলবার রাত সোয়া ১২টার দিকে পুলিশ নিয়ে কক্ষ
তল্লাশি করতে যান এফ রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকরা। এ সময়
বহিরাগত সন্দেহে তিনজনকে আটক করে পুলিশে দেওয়া হয়। ছাত্রত্ব শেষ হলেও
অবৈধভাবে অবস্থানকারী ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকেও হল ছাড়তে তাগাদা দেন
প্রাধ্যক্ষ। এরপর রাসেল নামে এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে থাকা এক বহিরাগতকে ধরে নিয়ে
আসেন প্রাধ্যক্ষ। কিছু সময় পরই পুলিশ নিয়ে হল তল্লাশির প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু
করে শিক্ষার্থীরা। এ সময় মুখে গামছা বেঁধে ছাত্রলীগকর্মীরা রড দিয়ে কক্ষ ও সিসি
ক্যামেরা ভাঙচুর করে। একপর্যায়ে প্রাধ্যক্ষসহ আবাসিক শিক্ষকরা হল ত্যাগ করেন।
পরে ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতা ও প্রক্টরের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

অভিযোগ উঠেছে, ছাত্রলীগের সদ্য ঘোষিত কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও
বাংলা বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী শাহ-জালাল এবং সহসভাপতি জাহাঙ্গীর আলমের
ইন্ধনে হলে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ছাত্রলীগ হল শাখার কর্মী
উচ্ছল, সোহান ও জুবায়ের। মূলত তাঁরাই সাধারণ শিক্ষার্থীদের উসকে দেন।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে, প্রাধ্যক্ষ বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীদের ডেকে নিয়ে হয়রানি
করেন। হলে শিক্ষার্থীরা কী করে তা দেখতে টেলিভিশন কক্ষ থেকে শুরু করে
বিভিন্ন সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। কোনো শিক্ষার্থীর আত্মীয়স্বজন অতিথি হয়ে
এলে ওই শিক্ষার্থীকে ডেকে নিয়ে খারাপ আচরণ করা হয়। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের
মধ্যে ক্ষোভ ছিল। মঙ্গলবার রাতে পুলিশ নিয়ে তল্লাশি করতে এলে সেই ক্ষোভের
বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

হল প্রাধ্যক্ষ আফতাব উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের ভালো অবস্থানে
রাখতেই বহিরাগতদের ধরতে অভিযান চালানো হয়। ওই সময় এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে
থাকা এক বহিরাগতকে ধরে আনা হয়। কিছুক্ষণ পরই ছাত্রলীগ নেতাদের ইন্ধনে হলে
ভাঙচুর চালানো হয়। মূলত তারাই ছাত্রদের খারাপ পথে চালিত করেছে।'
শিক্ষার্থীদের অভিযোগের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'কোনো কোনো শিক্ষার্থী হলে থাকে
অথচ আবাসিক নয়। তাদের বৈধ বানাতে বকাঝকা করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী
হয়ে কেন অবৈধ পন্থায় থাকবে, এ নিয়ে তাগাদা দিয়েছি।'